দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAR. 4 2000 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষামন্ত্রী জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করতে নেমে পড়েছেন

শরীরে হাত দেয়ার প্রতিযোগিতা ও ঠেলা-ধাক্কায় উচ্ছৃঙ্খল জনতার পদতলে পিষ্ট হয়ে ৮ ব্যক্তি মারা যায়, সেই সব ঘটনাকে অত্যন্ত হালকা করে দেখানোর মাঝে কোন দুরভিসন্ধি লুকিয়ে আছে কি শিক্ষামন্ত্রীর?

প্রতিদিন প্রতিটি পরীক্ষায় এবং বলতে গেলে প্রায় প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে যেখানে চলছে লাখ লাখ ছাত্রের নকলবাজি, যেখানে শিক্ষকরা নকলের সুবিধা দেয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, যেখানে শিক্ষা ব্যবস্থার এই ভয়ংকর পরিণতি দেখে কোটি কোটি

অভিভাবক শঙ্কিত, সেখানে কাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী এই ভয়াবহ জাতীয় বিপর্যয়কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন? বিগত পৌনে চার বছরে তার কার্যকলাপ দেখে দেশের শিক্ষিত ও সচেত[illegible] মানুষ এখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছে [illegible] জনাব সাদেকের মিশনে রয়েছে তিন[illegible] লক্ষ্য– (১) দেশের শিক্ষাব্যবস্থা থে[illegible] ইসলামী ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবে[illegible] নির্মূল করা, (২) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহ[illegible] রচনার নামে দেশের সঠিক ইতিহাস[illegible] বিকৃত করা এবং তদস্থলে ভারতীয় সংস্কৃ[illegible] ও ধর্মীয় আদর্শ অনুপ্রবেশ করানো এ[illegible] (৩) লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রী ও হাজার হাজ[illegible] শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে গণটোকাটুকি[illegible] বিষবাষ্প ছড়িয়ে বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা[illegible] নৈতিক মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা এ[illegible] সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে ভারতের ও[illegible] নির্ভরশীল করে তোলা।

(১৪-এর পৃঃ দেখুন)

শিক্ষামন্ত্রী জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করতে নেমে পড়েছেন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্মরণ করা যেতে পারে যে, জনাব এ এইচ এস কে সাদেক শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার কিছুদিন পর একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। মন্ত্রীর সক্রিয় নির্দেশনায় ওই কমিটি যে রিপোর্ট প্রণয়ন করে তার বিরুদ্ধে সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বাংলাদেশে ঘাদানিক এবং তাদের পন্থীরা বলে বেড়ায় যে, মাদ্রাসা শিক্ষা নিরর্থক এবং অর্থের অপচয়। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে সে জায়গায় বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য তারা এখানে-সেখানে মাঝে মাঝেই জ্ঞান বিতরণ করে। সাদেকের শিক্ষা কমিশনও ঘাদানিকের লাইন অনুসরণ করে। শিক্ষা কমিশনের একটি অংশ জনাব সাদেকের ইশারায় মাদ্রাসা শিক্ষা বাতিলের ওকালতি করে। এই খবরটি ফাঁস হয়ে গেলে রাজনীতিক শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে বলা হয় যে, শিক্ষামন্ত্রী সাদেকের অতি উৎসাহে আওয়ামী সরকার দেশ থেকে ধর্মীয় শিক্ষাকে নির্বাসন দেয়ার ষড়যন্ত্র করছে। গণঅসন্তোষের মুখে সরকার ঐ রিপোর্টের বাস্তবায়ন স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়।

দেশপ্রেমিক জনগণের তীব্র প্রতিরোধের মুখে ধর্মীয় শিক্ষা উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র বানচাল হওয়ার পর জনাব সাদেক তার মিশনের দ্বিতীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে নজর দেন। এবার তার শিকার ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ ব্যক্তি হিসেবে তার ইঙ্গিতে পাঠ্যক্রমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসকে চরমভাবে বিকৃত করা হয়। এ দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সুদীর্ঘ ৩শ' বছরের। অথচ জনাব সাদেকের অঙ্গুলি হেলনে ৩শ' বছরের ইতিহাসকে সাম্প্রতিক অতীতের কয়েকটি বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এরা ৬ দফা এবং শেখ মুজিবের আন্দোলনকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনা হিসেবে স্কুলের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়ার চক্রান্ত করে। কিন্তু সাদেক সাহেব তথা আওয়ামী ইতিহাস থেকে পলাশীর প্রান্তরের রক্তাক্ত যুদ্ধের ইতিহাস এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তারা এড়িয়ে গেছেন রায়দুর্লভ জগৎশেঠ, উমিচাঁদসহ মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা। তাদের ইতিহাসে স্থান পায়নি বাংলার মুসলমানদের প্রতি শাসক বৃটিশ রাজ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের নগ্ন বৈষম্য। তাদের ইতিহাসে স্থান পায়নি বঙ্গভঙ্গের কাহিনী এবং সেই বঙ্গভঙ্গ রদ করায় বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের সন্ত্রাসী আন্দোলন। তাদের ইতিহাসে স্থান পায়নি বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। তাদের ইতিহাসে স্থান পায়নি বিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বানচাল করার জন্য কংগ্রেস ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র।

আজকে বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস রচনা করতে হলে তরুণ প্রজন্মকে জানাতে হবে '৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলাকে খণ্ডিত করার চক্রান্ত। তাদের জানাতে হবে যে মুসলমানরা নয়, হিন্দুরাই '৪৬ ও '৪৭ সালে কংগ্রেসের চক্রান্তে বাংলা খণ্ডিত হকেরছিল। আজ স্বাধীন বাংলাদেশ বলতে আমরা যে পোকায় খাওয়া, ঘুণেধরা খণ্ডিত বাংলা পেয়েছি, সেটা ছিল '৪৭-এর কংগ্রেসী চক্রান্তের উচ্ছিষ্ট। বাংলাদেশের ইতিহাসে যেমন রয়েছে ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ; তেমনি রয়েছে কেবিনেট মিশনের ব্যর্থতা এবং অখণ্ড বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করার কংগ্রেসী চক্রান্ত। ইতিহাসের শেষ অধ্যায়কে রেখে পেছনের সমস্ত উল্লেখযোগ্য অধ্যায়কে বাদ দিলে সেটা কোন ইতিহাস হয় না। সেটা হয় খণ্ডিত ইতিহাস, চেপে রাখার ইতিহাস এবং অসম্পূর্ণ ইতিহাস।

ইতিহাসের এই চরম বিকৃতিসাধন করে জনাব সাদেক এবার নেমে পড়েছেন একটি জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করায়। তার শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার পরেই যে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, সেবার পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই প্রশ্নপত্র ফটোকপি করে বিলি করার হিড়িক পড়ে। ইংরেজী প্রথম পত্র পরীক্ষায় এমন ঢালাওভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় যে, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরও শিক্ষামন্ত্রী সেই পরীক্ষা বাতিল করে নতুন করে পরীক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। শিক্ষামন্ত্রী এতবড় ব্যর্থতা থেকেও কোন শিক্ষা নিতে পারেননি। তারই অবধারিত পরিণতিতে এবার এসএসসি পরীক্ষায় যে গণ নকল হয়েছে এবং যেরূপ নির্লজ্জভাবে হাজার হাজার শিক্ষক এই অসৎ কাজের সাঙ্গাৎ হয়েছেন, তার নজির বিগত ৩শ' বছরেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পরীক্ষার হলে ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি, গলার হার ছিনতাই, ধাক্কাধাক্কি, পদতলে পিষ্ট হয়ে নিহত হওয়া, হাজার হাজার ছাত্রের বহিষ্কার, শত শত শিক্ষকের বহিষ্কার আজ শুধু দেশেই নয়, বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশের মাথাকে লজ্জায় হেট করে দিয়েছে। এই লজ্জা বাংলাদেশী জাতির অবমাননা। এই জাতির অবমাননার জন্য প্রথমেই দায়ী শিক্ষামন্ত্রী আ হ সাদেক এবং তারপর দায়ী তাঁর সরকার। আজ তাই সচেতন জনগণের দাবী, 'দুর্নীতি ও নকলবাজির সাগরেদ শিক্ষামন্ত্রী গদি ছাড়।'